পাচার চক্রের খপ্পর থেকে অপহৃতা মা-দুই মেয়েকে উদ্ধার করলো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ পাচার চক্রের খপ্পর থেকে অপহৃতা মা ও তাঁর দুই মেয়েকে উদ্ধার করলপুলিশ।কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্তে নেমে মা মধুমিতা মিশ্র ও তাঁর দুই মেয়ে দেবলীনা মিশ্র ও দেবযানী মিশ্রকে উদ্ধার করেছে মারিশদা থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া এই তিনজনকে শুক্রবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক এদের গোপন জবান বন্দি গ্রহণ করেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদা কানাই দিঘির বাসিন্দা স্বপন মিশ্রের সাথে প্রায় ২০ বছর আগে পটাশপুরের বড় কামারদা গ্রামের মধুমিতা পন্ডার সাথে বিয়ে হয়। এদের দুই জন নাবালিকা কন্যা সন্তান আছে। স্বপন মিশ্রের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়েকে বাংলাদেশের দেহ ব্যবসায়ীদের হাতে বিক্রি করে দেবার চক্রান্ত করে কানাইদিঘির পার্শ্ববর্তী কালীনগরের এক ফিসারির কর্মী সেখ নুরুল অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। উল্লেখ্য, সেখ নুরুলের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটে। স্বপন মিশ্রের আরও অভিযোগ, তাঁর শ্যালক সোমনাথ পন্ডা ঘটনাটি জানলেও টাকার লোভে এই অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে কোন বাধা দেয়নি। এর মধ্যেই গত ২৭ অক্টোবর স্বপনবাবুর শ্বশুরবাড়ি বড় কামারদা থেকে নিখোঁজ হয়ে যান তাঁর স্ত্রী মধুমিতা মিশ্রসহ দুই নাবালিকা কন্যা দেবযানী ও দেবলীনা। এরপর পটাশপুর থানা ও মারিশদা থানায় গিয়ে স্বপন মিশ্র অভিযোগ জানাতে যান। স্বপনবাবুর দাবি, দুটি থানায় তাঁর অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। নিজের স্ত্রী ও দুই মেয়ের বাংলাদেশে দেহ ব্যবসায়ীদের হাতে বিক্রি হয়ে যাওয়া আটকাতে কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলা করেন স্বপন মিশ্র। আদালত অতি দ্রুত মারিশদা থানার পুলিশকে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ ও অপহৃতাদের উদ্ধার করতে নির্দেশ দেয়। আদালতের নির্দেশ পেয়ে পুলিশ অপহৃতার অভিযুক্ত ভাই সোমনাথ পন্ডাকে গ্রেফতার করে। যদিও তিনি বর্তমানে জামিনে মুক্ত। অপরদিকে, অপহৃতাদের উদ্ধারের জন্য জোর তল্লাশি অভিযান চালায় মারিশদা থানার পুলিশ।

এর পরেই বৃহস্পতিবার অপহৃতা মা ও তাঁর দুই মেয়েকে পুলিশ উদ্ধার করে। তবে অভিযুক্ত সেখ নুরুলের কোনও সন্ধান পায়নি পুলিশ। পুলিশের একটা সূত্র থেকে জানা গেছে, তিন অপহৃতাকে উত্তর ২৪ পরগণাতেই আটকে রাখা হয়েছিল।পাচার চক্রের সদস্যদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে হাসপাতাল কর্মীকে মারধর ও বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি ঃ বিনা চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভসহ হাসপাতালের সরকারি কর্মচারীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় জানা যায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি থানার ৯নং গগনেশ্বর অঞ্চলের শিবদা গ্রামের বছর পঞ্চান্নর রামচন্দ্র দাসকে বৃহস্পতিবার শ্বাসকষ্টজনিত কারণে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। ডাক্তার, নার্সসহ সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে চিকিৎসা না করে অহেতুক সময় নষ্ট করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় রোগীর পরিবারের লোকজন। ঘটনায় বেলদা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। হাসপাতালের অভিযোগ, তাদের গ্রুপ ডি কর্মী অশোক চক্রবর্তীকে মারধর করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসার কোনও গাফিলতি নেই। এর বিরুদ্ধে তাঁরা আইনি ব্যবস্থার কথা ভাবছেন বলে জানান, বিএমওএইচ ডাঃ আশিসকুমার মন্ডল। ঘটনায় জানা যায়, এইদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ রামচন্দ্রদাসকে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, প্রথমে গ্রামে এক গ্রামীণ চিকিৎসককে দেখানো হলে তিনি সেলাইনসহ প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। পরে পরিস্থিতি হাতের বাইরে দেখে হাসপাতালে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হাসপাতালের চিকিৎসকদের বক্তব্য, শেষ সময়ে তাঁদের কাছে আনা হয়েছে। তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। ঘটনার সময় দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ বিশ্বনাথ সাহা। তিনি ইনজেকশন ও অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রোগীর পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, চিকিৎসক ঠিকমতো চিকিৎসা করেননি। অহেতুক দেরি করেছেন অক্সিজেন দিতে। আর তার ফলেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কর্তব্যে গাফিলতি করেছেন ডাক্তারসহ নার্স। হাসপাতালের গ্রুপ ডি কর্মী অশোক চক্রবর্তীকে মারধর করা হয়। তাঁদের অভিযোগ, তাঁরা অক্সিজেন দিতে দেরি করেছেন। উত্তেজনা সামাল দিতে বেলদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। এইদিকে মৃত রোগীর পরিবারের লোকজন সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর দাবি করেন। অহেতুক দেরি করে মেরে ফেলা হয়েছে রোগীকে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে তেমন অভিযোগ প্রমাণ হয়নি বলে জানা গেছে। বিএমওএইচ ডাঃ আশিসকুমার মন্ডল বলেন, শেষ সময়ে আমাদের কাছে আনা হয়, কোনো কারণে হার্ট ফেল করে মারা যান ওই রোগী। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ ঠিক নয়। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।উপরন্তু আমাদের কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রশাসনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

বাবার উপরে অভিমান করে গলায় দড়ি অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পড়াশোনা না করায় বাবার বকুনি খেয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরের পুরুষোত্তমপুর গ্রামে। মৃত ছাত্রের নাম কমল গিরি (১২)। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। রামনগরের সাঁদী হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র কমল গিরি। মৃত ছাত্রের বাবা বিভূতিভূষণ গিরি জানিয়েছেন, সামনেই ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষা। অথচ, ছেলে পড়াশোনা না করে খেলে বেড়াচ্ছে। এই ঘটনায় কমলকে বকাঝকা করি। এরপর নিজের রুমে ঢুকে যায় কমল। দীর্ঘক্ষণ ধরে তার কোনও সাড়া না পেয়ে দেখি, দরজা ভেতর থেকে লাগানো। স্থানীয়দের ডেকে দরজা ভেঙে ভেতরে কমলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দেহ নামিয়ে বালিসাই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তরুণীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ গড়বেতায় তরুণীকে গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার প্রতিবাদে ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালো এসইউসিআই কমিউনিষ্টের ছাত্র সংগঠন ডিএসও, যুব সংগঠন ডিওয়াইও ও মহিলা সংগঠন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্ব দেন মহিলা সংগঠনের জেলা সম্পাদক ঝর্ণা জানা-সহ সিদ্ধার্থশংকর ঘাঁটা, বিশ্বরঞ্জন গিরি প্রমুখ। বিক্ষোভ শেষে জেলাশাসককে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয় অবিলম্বে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, নিগৃহীতার চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এছাড়াও নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। বক্তব্য রাখেন, ঝর্ণা জানা, টুম্পা গোস্বামী, রাকিবুল হাসান প্রমুখ।

ডেঙ্গু সচেতনতায় মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ রাজ্য জুড়ে মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ মাত্রাতিরিক্ত। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এখন ও সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল- নার্সিং হোমে প্রচুর মানুষ চিকিৎসার জন্য ভর্তি আছেন। এই রোগের প্রকোপ থেকে সাধারণ মানুষদের বাঁচাতে এবারপথে নামলেন মহিলারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের খারুই পঞ্চায়েতের সহায়ক দলের মহিলারা শুক্রবার সকাল থেকেসাফাই অভিযান চালায়। বলরামপুর ও জয়বলরামপুর এলাকায় বিভিন্ন আগাছা বন সাফাই করেন প্রায় ৫০ জন মহিলা। নিকাশিতে জমে থাকা আবর্জনা ও নোংরা জল পরিষ্কার করা হয়। তারপর ব্লিচিং ও মশা মারার ওষুধ ছড়ান এই মহিলারা। মশাবাহিত রোগের প্রকোপ আটকাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের মহিলাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার অধিবাসীরা।

পণের টাকা না পেয়ে গৃহবধূকে খুন করে মৃতদেহ ঝুলিয়ে দিল স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ দাবি মত পণের টাকা না পাওয়ায় এক গৃহবধূকে পিটিয়ে খুন করে তাঁর মৃতদেহ দড়িতে ঝুলিয়ে দিল স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারের দ্বারিয়াপুরের। মৃতার নাম শ্রাবণী ভুঁজ। জানা গেছে, নন্দকুমারের দ্বারিয়াপুরের বাসিন্দা সুখদেব তুঙ্গের সাথে দুই বছর আগে বিয়ে হয় শ্রাবণীর। অভিযোগ, বিয়ের সময় সুখদেব ও তার পরিবারের দাবি মত পণের কিছু টাকা দিতে পারেনি শ্রাবণীর বাপের বাড়ির লোকেরা। এর জেরে প্রায় সময়েই ওই গৃহবধূর উপরে অত্যাচার চালাতো স্বামী সুখদেব তুঙ্গসহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। মৃতার বাপের বাড়ি সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে তাঁদের ফোন করে সুখদেব জানায় যে, শ্রাবণী গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। তাকে তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেই মতো মৃতার বাপের বাড়ির লোকেরা হাসপাতালে এসে দেখেন, শ্রাবণী মৃত এবং জামাইসহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পলাতক। এরপরেই তমলুক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শ্রাবণীর বাপের বাড়ির লোকেরা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

এগরায় শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-১ ব্লকের সাহাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে একদিনের সামাজিক সুরক্ষা যোজনা বিষয়ক সচেতনতা মূলক শিবির অনুষ্ঠিত হল। এইদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এগরা ১ ব্লকের শ্রম দফতরের আধিকারিক তুষারকান্তি দে, সাহাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শান্তিলতা দাস, পঞ্চায়েত সদস্য প্রভাত জানা-সহ অন্যান্যরা। এইদিন ব্লকের শ্রম দফতরের আধিকারিক তুষারকান্তি দে শ্রম দফতরের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অসংগঠিত শ্রমিকদের কাছে তুলে ধরেন। ফর্ম পূরণ কম্পিউটারের মাধ্যমে কীভাবে হবে তাও শ্রমিকদের দেখানো হয়। পাশাপাশি ব্যানার লাগিয়ে টাবলোর মাধ্যমে গোটা ব্লক এলাকায় প্রচার করে অসংগঠিত শ্রমিকদের সচেতনও করা হয়। এইদিনের সচেতনতা শিবিরে কয়েকশো অসংগঠিত শ্রমিক হাজির ছিলেন।

কাঁথিতে বিশ্বমৃত্তিকা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ৩ ব্লকের লাউদা অঞ্চলের রঘুনন্দপুর সমবায় সমিতির সভাকক্ষে 'বিশ্বমৃত্তিকা দিবস' উদ্‌যাপন হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশচন্দ বেজ, ব্লকের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ কবিতা মন্ডল, কৃষি আধিকারিক দেবাশিষ মাইতি, লাউদা অঞ্চলের প্রধান শিবানী ভুঁইঞ্যা, রঘুনন্দনপুর সমবায় সমিতির সম্পাদক সুনীল প্রধান প্রমুখ। কাঁথি ৩ ব্লকের সভাপতি বিকাশ বেজ বলেন, 'বিশ্বমৃত্তিকা দিবস' উপলক্ষ্যে এইদিন ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় মাটি পরীক্ষা করা হয়। কৃষকদের বার্তা দেওয়া হয় যাতে এলাকার মাটিকে ঠিক রাখা হয়। মাটির উর্বরতা নষ্ট হলে ফসলেরও ক্ষতি হবে। মাটি পরীক্ষা করে ৫০ জন কৃষকের হাতে শংসাপত্রও তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি কৃষি প্রশিক্ষণ শিবিরও হয়। এদিনের কৃষি প্রশিক্ষণের শিবিরে শতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

অপহৃতা দুই কিশোরী উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ একাদশ শ্রেণির অপহৃতা এক ছাত্রীকে উদ্ধার করলো মারিশদা থানার পুলিশ। অপরদিকে, দুই বছর আগে অপহৃতা এক কিশোরীকে উদ্ধার করেছে দিঘা থানার পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদা থানার দুরমুটের এক বাসিন্দার নাবালিকা মেয়ে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী গত ১০ তারিখ বাড়ি থেকে কাঁথিতে প্রাইভেট টিউশন পড়তে আসে। তারপর এই ছাত্রী বাড়ি না ফেরায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাড়ির লোকেরা আত্মীয় পরিচিতদের বাড়িতে খোঁজ খবর চালিয়ে কোন সন্ধান পায়নি। তবে তাঁরা জানতে পারেন, সরদা গ্রামের শক্তিপদ গুচ্ছাইত নামে এক যুবক এই নাবালিকা ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করেছে। এরপরেই এই যুবকের বিরুদ্ধে মারিশদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অনুপ মাইতি। পুলিশ তদন্তে নামে। জানতে পারে, প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িষায় এই একাদশ শ্রেণির অপহৃতা ছাত্রীকে লুকিয়ে রেখেছে অপহরণকারী। পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অপহৃতাকে কাঁথির সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে দেখতে পাওয়া গেছে, জানতে পেরে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে এই নাবালিকা উদ্ধার হলেও অপহরণকারী পলাতক। উদ্ধার হওয়া একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে শুক্রবার কাঁথি আদালত হাজির করে পুলিশ। অপরদিকে, দিঘা থানার পদিমার এক অধিবাসীর নাবালিকাকে মেয়ে গত ২০১৫ সালের ১৬ অক্টোবর নিখোঁজ হয়ে যায়। খোঁজ খবর করেও মেয়ের সন্ধান না পেয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অপহৃতার বাবা। বৃহস্পতিবার পুলিশ দিঘা থেকে এই নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। শুক্রবার কাঁথি আদালতে ওই নাবালিকার জবান বন্দি গ্রহণ করেন বিচারক।

শুভেন্দুর সভায় যাওয়ার পথে নৌকাডুবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর সভাতে আসার সময় কংসাবতী নদী পেরোতে গিয়ে উল্টে গেল একটি নৌকা। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর সদর ব্লকের পাথরা এলাকায়। স্থানীয়দের বর্ণনা অনুসারে, ওই সময় ওই নৌকাতে ছিলেন তিরিশ জনের বেশি যাত্রী। কংসাবতী নদী পার হয়ে ডেবরাতে শুভেন্দু অধিকারীর সমাবেশের দিকে যাচ্ছিলেন যাত্রীরা। নৌকাটি কংসাবতী নদীর মাঝামাঝি গেলে কোনওভাবে উল্টে যায়। এর ফলে নৌকাটিতে থাকা সকল যাত্রী জলে ডুবে যান। সৌভাগ্যবশত, ওই নৌকায় কোন মহিলা বা শিশু ছিল না। স্থানীয়রা তা দেখতে পেয়ে দ্রুত সকলকে উদ্ধার করেছেন। এদের মধ্যে সাতজন জলে ডুবে অসুস্থ হয়ে যান। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে দ্রুত গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন। এদের উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৫ জনকে ছেড়ে দিলেও নৌকার চালকসহ একজনকে ভর্তি রাখতে হয় হাসপাতালে।

অপ্রীতিকর ঘটনা আটকাতে প্রচার পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ এলাকায় যে কোন ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে সাধারণ মানুষকে আরও সতর্ক হওয়ার উপরে আহ্বান জানালো কোলাঘাট থানা। তাই শুক্রবার সকাল থেকে দফায় দফায় কোলাঘাটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মাইকিং করালো পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রবেশ পথ মেছেদা। রাজ্যের অন্যতম রেল জংশন এই মেছেদা। এখানকার দেউলিয়ায় বসে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুলের বাজার। এশিয়ার সর্ববৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ আরও নানা কারণে রাজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ মেছেদা, কোলাঘাট। দেশের বিভিন্ন এলাকায় নাশকতা মূলক

ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় তাই এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর উপরে জোর দিল কোলাঘাট থানা। থানার তরফে জানানো হয়েছে, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে মাইকিং করার পাশাপাশি লিফলেট ছড়ানো হয়েছে। কোন নাশকতা মূলক ঘটনা ঘটার আগেই যাতে সেটা বন্ধ করা যায় তার জন্যেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে।